দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম ২

রাবি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর

ফলাফল সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

॥ জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১শে জুলাই।– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের অযত্ন, অবহেলা ও সংরক্ষণের অভাবে আরও বিপুল পরিমাণ পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ক কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই দপ্তরে ছয় মাস এক বছর আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েও অনেকে মূল সনদ বা নম্বরপত্র তুলতে পারছে না রেকর্ডের অভাবে। ফলে প্রতিদিন হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে শত শত ছাত্রছাত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বেশ কিছুদিন এখান থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পরীক্ষাও নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করত এই বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কোন রেকর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়।

সূত্রমতে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে স্বাধীনতার পরেরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত নেই। বহু কাগজপত্র উইপোকায় কেটেছে। পানিতে নষ্ট হয়েছে। এমনকি হারিয়েও গেছে। বহু রেকর্ডপত্র ফেলেও দেয়া হয়েছে।

এখানকার সবকিছুই অগোছালো। যে যেভাবে পারে কাজ করে কাগজপত্র এলোমেলো করে ফেলে রাখে। যে তথ্য যেখানে থাকার কথা সেই তথ্য আর সেখানে থাকে না।

কাগজপত্র সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। বাইন্ডিংও করা হয় না কাগজপত্রগুলো। অথচ এই দপ্তরে মোট ৩ জন বাইন্ডার রয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন রাজনীতি করে বেড়ান। অপরজনও নিয়মিত অফিসে আসেন না।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে মূল নম্বরপত্র ও সনদপত্র উঠানোর জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রায় তিন শতাধিক আবেদন পড়ে আছে দীর্ঘদিন। রেকর্ডের অভাবে এসব কাগজপত্র তুলতে পারছে না কেউই। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার ধরনা দেয়ার পরও সার্টিফিকেট তুলতে পারে না অনেকেই। এদের কেউ কেউ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়েও কোন ফল পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের) দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জোনাব আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সত্তরের দশক পর্যন্ত কোন রেকর্ডপত্র খুঁজে না পাওয়ার কথা স্বীকার করেন।